শিবরাত্রি ২০২৫

— পূবালিকা ভট্টাচার্য মৈত্র

কসবা বিজ্ঞানানন্দ মঠ ও মিশনের বাড়িতে প্রায় প্রত্যেকবারেই শিবরাত্রি উৎযাপন করি। করোনার পর থেকে আমরা পূজার সব কিছু জোগাড় করে নিয়ে যাই। ভবানীপুর মঠের পুরোহিত শ্রদ্ধেয় অনিলবাবু এখানে যথা নিয়মে শিবপূজো করেন। তাই, এবারেও আমরা বাজার-হাট ইত্যাদি করে জোগাড় সম্পূর্ণ করলাম। আইভি, তার মেয়ের পরীক্ষার মধ্যেও আমায় বলল, সেও ভোগের কিছু করতে পারবে। তাই আইভি রাঁধবে সুজির হালুয়া, আর আমি করব আটা-ময়দার লুচি। বাদ-বাকির জোগাড় তো হয়েই গেছে।

বেলা ১২টার দিকে লুচি ভাজতে গিয়ে প্রায় বেলা ২.৩০ টা নাগাদ ভাজা শেষ হতে, আমি তৈরী হয়ে নিলাম আমাদের বাড়ীর মায়ের মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহে জল দেব বলে। এখানে আমাদের মন্দিরে, মায়ের কাছে আমাদের বাড়ীর সবাই জল দিয়ে পূজা অর্চনা করে ফেলেছেন।

আমার কাজ সম্পূর্ণ হতেই, মন্দিরের পূজার জন্যে ফল, ফুল জল নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখছি সবাই পূজো দিয়েছেন কিন্তু কারোর জোগাড়েই বেল পাতা নেই। বেলপাতা আজ বাড়ীতে আসেনি, এবং আশে-পাশের কোনো জায়গা থেকেও কোনো বেলপাতার জোগাড় হয়নি। মাসী, কাকী-শাশুড়ীরা বিনা বেলপাতায় পূজো করেছেন। আমি তো গিয়ে সেখানে বসলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কি করব? আমার কাছে বেলপাতা নেই।

ফুল-বেলপাতার অভাব শিবরাত্রির দিনে কখনোই হয়নি। তাই হাতে ফুল-ফল নিয়ে মন্দিরে বসলাম। ইতিমধ্যে আমার শাশুড়ীমা এবং কাকী শাশুড়ীরা দুঃখও প্রকাশ করছেন, যে আজ বেলপাতা নেই, কিন্তু তাদের এই আলোচনা, তা যেন আমার কর্ণকুহর দিয়ে মাথায় গিয়ে কোনো উৎপাত করতে পারছে না। আমি চুপ করে বসে আছি, আর মনে-মনে ভাবছি বেলপাতা ছাড়া আমি জল মহাদেবকে কি করেই বা দেব!

এই সব ভাবছি, সেই জ্ঞান হওয়া থেকে মা শিবরাত্রির ব্রত করিয়েছেন, শুনিয়েছেন ব্যাধের গল্প। গাছের উপরে ব্যাধ উঠে পড়েছিলো বাঘের ভয়ে, এবং তৃষ্ণায়, ক্ষিদেয়, কষ্টে; তার চোখের এক ফোঁটা জল পড়ে একটি বেলপাতায়, সেই জল ও বেলপাতা পড়ে, গাছের নিচেই কোন অজানা, পরিত্যক্ত শিবলিঙ্গের উপর। তাতেই ব্যাধের সারাজীবনের সমস্ত পাপের অবসান হয়।

পরের দিন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে, নিজের শরীর আর রাখতে পারে না। তার প্রাণ বেরিয়ে যায় এবং এইসময় শিবলোক হতে শিবদূত আসেন, যমরাজের দূতরাও আসেন ব্যাধের জন্য। শিবদূতরা তখন যমদূতদের একথা জানান যে, সারাজীবন ব্যাধ পশু হত্যা করে থাকলেও ওই একরাত্রের শিব আরাধনায় তার সমস্ত পাপ, ধুয়ে গিয়েছে, এবং এখন শিবলোকে যাওয়াটাই তার প্রাপ্য।

এই গল্প আমাদের ছোট্টবেলা থেকে মা শুনিয়ে এসেছেন, এহেন 'মূল্যবান' বেলপাতা ছাড়া কেমন করে মহাদেবের আরাধনা হবে?

আমি চুপ করে বসে রয়েছি। আর বলছি ঠাকুর তুমি যতক্ষণ না আমায় বেলপাতা দিচ্ছ, আমি এইখানেই বসে থাকব, একটা অন্তত বেলপাতা হলেই হবে।

ইতিমধ্যেই আমার দুই শাশুড়ীর মধ্যে চূড়ান্ত অসহায়ভাব দেখছি। ওনারা বলছেন, আমরা বেলপাতা ছাড়াই পুজো দিলাম। কত কিছু মহাদেবের অর্চনায় দেওয়া হয় – ধুতুরা ফুল, আকন্দ ফুল, আকন্দের ফল, জল, সিদ্ধি, ঘি, মধু, চন্দন, দই আর বেল। এছাড়া ফলেরও অভাব নেই আঙুর, কমলা, নাসপাতি, কলা, আপেল কত কি। কিন্তু হায়! একটা বেলপাতাই তো পাচ্ছি না।

আমাদের বাড়ীতে শাশুড়ী মায়ের কাছে খুব ভালো একটি মেয়ে, মাধবী থাকে, এবং কাজ করে। ওর তখন বাড়ী যাবার সময় হয়ে গেছে, তাই সে নিচে এসে মন্দিরে বলছে, মাসিমা, কোথাও একটাও বেলপাতা পাইনি, আমি চলে যাচ্ছি বাড়ী। আমার বোনের বাড়িতে পুজো হবে, সেখানে যাবো তারপর বাড়ি যাবো, আমার ট্রেনের টাইম হয়ে গেলো।

মাসিমা খুব বিচলিত, একটি বেলপাতা নেই শিবরাত্রির দিনে, এ যেন সপ্তম আশ্চর্যের একটা। আমি তখন মাধবীকে বললাম কাছেই একটা বেলগাছ আছে, কোনমতে একটা ডাল ভেঙে আনো। মাধবীর তখন দেরি হয়ে গেলেও, অনুপায় দেখে সে ছুট লাগালো। এবং কিছুসময় বাদেই ফিরে এলো, হতাশ হয়ে এটা বলতে, যে গাছের ডাল অনেক উঁচুতে, এবং বাড়ীর কোন মানুষ সেখানে নেই, কিভাবে বেলপাতা পাড়ব? সেও হতাশা জানিয়ে চলে গেল। মাসিমাকে বলে গেল আমার জন্য সাবুমাখা রাখতে হবে না। আমার বোনের বাড়ীতে শিবপূজা আছে, সেখানেই যাচ্ছি। বলে সে পুরোপুরি প্রস্থান করল, এবং তার ট্রেনেরও সময় হয়েছে।

এখন তাই নীরব হয়ে বসে আছি। এসেছি ঠাকুর মন্দিরে বেলা ২.৩০, তখন বাজে বিকাল ৪.০০। কোথাও থেকে একখানা বেলপাতার জোগাড় হয়নি। আমিও কোন ভাবনার মধ্যে নেই। একেবারে হাল ছেড়ে বসা। এদিকে আমাদের আশ্রমের পূজা ৫টার মধ্যে আরম্ভ হবে। কি আর করব? তাহলে এখানে শিবলিঙ্গের কাছে জল বেলপাতা নিবেদন করে যেতে পারবো কিভাবে? জানি না। এমনভাবেই বসে আছি।

ইতিমধ্যে ব্যাধ এর সেই গল্প, শোনালেন আমার শাশুড়ীমা। আমি এই ব্যাধের পরের জন্ম, কৃষ্ণের পায়ে তির-মারা এবং জগন্নাথের নীলমাধব হওয়া, ও দারু ব্রহ্মের কথা তাদের শোনালাম। হঠাৎ করে দুম-দাম শব্দে কে যেন আসছে। ওমা! দেখি মাধবী! কোথা থেকে দুখানা বেল-ডাল হাতে নিয়ে লম্ফ-ঝম্প দিয়ে এসে বলল, রেল-স্টেশনের কাছে এক জায়গায় বেলগাছ দেখে সেখান থেকে পেড়ে, এতটা রাস্তা সে এসেছে বেলপাতা দিতে। তাই আনন্দে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ''মাধবী, তোমারও ঠাকুরের আশির্বাদে শিবলোক লাভ হোক।''

''হর হর মহাদেব''